কালবেলা

অবশেষে বিকেলের আলো ক'মে আসে
দু - একটা তারা ফুটে ওঠে সান্ধ্য মহাকাশে

আমি লক্ষ করি, অন্ধকারে গৃহের শরীর
পরিচয়হীন নিহতের মতো প'ড়ে আছে -- স্থির

রক্তট্রাম থেমে থাকে, পাখিদের কালো গ্রীবা, আকুল চিৎকার
মানুষেরা ঘরে ফেরে -- ক্লান্ত মুখ, হাতে ব্যাগ চরিতার্থতার

নৈশ পতঙ্গেরা ওড়ে, মাকড়সা বিছিয়ে রাখে অনিবার্য ফাঁদ

প্রণয়কাতর ঘুম, তমসা বমন করে -- ঠোকরানো চাঁদ

অতল শূন্যতা ঘিরে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহদের গান

বিশ্বজিৎ পাল

জন্ম

অর্ধেক প্রণয় থেকে এসেছিল আমার শরীর
তখন নিশীথ আর নক্ষত্রেরা যথেষ্ট অস্থির
গ্রীষ্মমণ্ডলের মাথা দুলেছিল চওড়া বাতাসে
রাত্রির ক্ষুধার্ত পোকা বহমান ইতস্তত ঘাসে

আমার আরম্ভে যত অবনত হয়ে আসা মুখ
রক্তজমা কৌতূহল নগরের নিজস্ব অসুখ
নেমেছিল শৃঙ্খলের পরিণত শব্দে ভরা ত্রাসে
তুলোর পাহাড় আর ছুরি কাঁচি ছড়ানো আকাশে

আমার অস্তিত্বস্বরে হতবাক হয়ে নৈশফুল
ঝ'রে পড়েছিল একা কাঁপিয়ে আঁধার মর্মমূল
লোলুপ বিনিদ্র কোনো রাতপাখি সেই স্বর শুনে
উড়ে গিয়েছিল দূরে সারিবদ্ধ নিঝুম সেগুনে

আমিও বিচ্ছিন্ন খণ্ড রক্তলাগা শ্বাসমাত্র ধ'রে
মুষ্টিবদ্ধ প্রকাশের রূপ নিয়ে প্রয়াসের জোরে
উজ্জ্বল আলোর নীচে বিপন্ন আয়ুর জৈবযান